গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮ .৪০ তারিখ: ০৫.০২.২০১৯খ্রি:

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ০৯.০১.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে ।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ০৯.০১.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
১	ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলাধীন আন্দিরপাড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ছানাউল্লাহ এর বকেয়া বেতন-ভাতা বাবদ ৮,৭৮,৪৯৩/- টাকা প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৪.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৬সি/১২-ম/০৮/১৩৭০৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ছানাউল্লাহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে কোন ধরণের অভিজ্ঞতা ছাড়াই সরাসরি সহকারি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২৮.০৬.১৯৯৯ ইং তারিখে যোগদান করেন। কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় সহকারি প্রধান শিক্ষক পদের বেতনের এক ধাপ নীচে অর্থাৎ ১১ কোডে মে /২০০১ সালে ১ম এম.পি.ও. ভুক্ত হন। তিনি ২০০৭ সালে বি.এড ডিগ্রী অর্জন করলে নভেম্বর/১২ মাসে বি.এড স্কেল প্রাপ্ত হন। চাকুরিতে ১২ বছর পূর্ণ হলে ফেব্রুয়ারি/২০১৩ মাসে সহকারি প্রধান শিক্ষকের জন্য বরাদ্দকৃত ০৮ কোডে বেতন ভাতা প্রাপ্ত হন। ২০০৬ সালে বিদ্যালয়টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ শুন্য হলে তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন হলে তিনি বিধি মোতাবেক প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ০৪.০৫.২০১৩ ইং তারিখে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য জেলা শিক্ষা অফিস ভোলার মাধ্যমে ০৭.০৫.২০১৩ ইং তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করলে মে/১৩ মাসে প্রধান শিক্ষক হিসেবে ভুলক্রমে ০৮ কোডে এম.পি.ও ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ভুয়া এম.পি.ও. ভুক্ত হিসেবে জুলাই/১৩ মাসে তার নাম এম.পি.ও. হতে কর্তন হয়ে যায়। তিনি পুনরায় এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য আবেদন করলে	জনাব মো: ছানাউল্লাহ (প্রধান শিক্ষক) এর অনুকুলে বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই। তাঁর বি.এড সনদ জাল এর বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আগামী ০২ মাসের মধ্যে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।

	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৮.০০১.(বকেয়া).২০১৩.২৩১, তারিখ: ১৬.০৬.২০১৫ পত্রের নির্দেশনার আলোকে তাকে ০৭ কোডে ০১ বছরের বকেয়াসহ (২,১৭,১৮২/-টাকা) মে/১৭মাসে এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়। তার মে/১৩ হতে এপ্রিল/১৭ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বাবদ প্রাপ্য ১০,৯৫,৬৭৫/- টাকা। প্রধান শিক্ষক হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্তির সময় ১ বছরের বকেয়া প্রদান করা হয়েছে ২,১৭,১৮২/-টাকা উল্লেখ্য যে, অনলাইন প্রক্রিয়ায় ০১ বছরের বেশি বকেয়া প্রদান করা সুযোগ নেই। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: জনাব মো: ছানাউল্লাহ প্রধান শিক্ষক মনপুরা আন্দিরপাড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনপুরা, ভোলা এর বকেয়া প্রাপ্তির যৌক্তিকতা রয়েছে বিধায় তার অবশিষ্ট বকেয়া বেতন ভাতা বাবদ প্রাপ্য=৮,৭৮,৪৯৩/- টাকা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে।	
২	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহার্ডিঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব ফেরদৌসি বেগম এর বন্ধকৃত বেতন-ভাতা ছাড়করণ প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি/২০৩৫-ম/০৬/১৬৮১৯ স্মারকে অবহিত করেন যে, ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহার্ডিঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব ফেরদৌসি বেগম-কে (ইনডেক্স নম্বর-৫১৭৬৩৯) বিদ্যালয়ের ২০১৫ সালের এস.এস.সি পরীক্ষার ফরম পূরণে সরকারি ও আদালতের আদেশ অমান্য করে বাড়তি ফি আদায়ের অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০.০৭.২০১৬ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০৫.২০১৬.৩৪৪ সংখ্যক স্মারকের আদেশে নভেম্বর/২০১৬ মাসে তার বেতন-ভাতা (Stop Payment) করা হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসি বেগম আনীত অভিযোগ বার বার লিখিত ও মৌখিকভাবে অস্বীকার করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব ফেরদৌসি বেগম মাহমান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১০৪৫৫/২০১৬ দায়ের করেন। মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০.০৭.২০১৬ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০৫.২০১৬.৩৪৪ সংখ্যক স্মারকের আদেশে নভেম্বর/২০১৬ মাসে তার বেতন ভাতা (Stop Payment) করা হয়। বন্ধকৃত বেতন-ভাতা চালু করার জন্য প্রধান শিক্ষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৮.০০৫.১৮.২৮৪, তারিখ: ১০.০৭.২০১৮ পত্রে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামতসহ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইন উপদেষ্টার লিখিত মতামত নেওয়া হয়েছে। আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ:	লর্ডহার্ডিঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) জনাব ফেরদৌসি বেগম এর বেতন-ভাতা স্থগিত রাখার আদেশ অব্যাহত রাখার সুপারিশসহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৪৫৫/২০১৬ এর আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপীল দায়েরের জন্য সুপারিশ করা হয়।

	"There is no legal impediment in release of her M.P.O. The authority can consider the matter of release of her M.P.O in accordance with law in Lord Harding Secondary School, Bhola". (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর বেতন ছাড়করণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে বলে আইন উপদেষ্টা অভিমত প্রকাশ করে। সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	
৩	মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৫৯০৪/২০১৮ এর অন্তবর্তীকালীন আদেশ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২৪.০৯.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১১১.৩৩.১০৭.১৮.১০৯৬/৩ স্মারকে অবহিত করেন যে, নেত্রকোনা জেলার কৃষ্ণপুর হাজী আকবর পাবলিক ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ তার বেতন স্থগিত সংক্রান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১৪.০৫.২০১৮ তারিখে নং-৭জি/৮৩০/(ক-৩)/০৬/১৪১৫/৬ স্মারক পত্রের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৫৯০৪/২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশন মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ বিবাদীগণের প্রতি রুল নিশি জারীসহ অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশে অধিদপ্তরের, ১৪.০৫.২০১৫ তারিখের পত্রের কার্যক্রম ০৩ (তিন) মাসের জন্য স্থগিত করেন এবং বিবাদীগণকে পিটিশনারের বেতন চলমান রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় নিম্নরুপ : Pending disposal of the Rule, let the operation of the Memo No. 37.00.0000.070.27.001.17.107 dated 11.04.2018 issued by the respondent No.5, Directing the Director General, Secondary and Higher Education Directorate so far it relates to stop the Monthly pay order (MPO) of the petitioner (Annexure-E), be stayed for a period of 3 (three) months from date. The Rule is made returnable within 04 (four) weeks from date. The petitioner is directed to put in requisites for service of notices upon the respondents in the usual course and through registered post. বর্ণিত রিট পিটিশনের আদেশের বিষয়ে অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ:	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৫৯০৪/২০১৮ মামলার অন্তবর্তীকালীন আদেশ বাস্তবায়ন এবং তৎসহ মামলাটি যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুপারিশ করা হয়।

	At this stage the authority would release monthly salary of the principal of Krishnapur hazi Ali Akbar public degree college upazila: khaliajhuri, district: Nethrokona, Untill and unless the order of High court division is not stayed by the appellate division or any order vacating the order of stay is granted before the high court division.	
৪	মহামান্য আদালতে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৭০৬/২০১৬ এর আলোকে বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন আদর্শ স্কুল, বগুড়া (এম.পি.ও কোড:৭৬০২২৩১৩০১) এর নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আনসার আলী (ইনডেক্স নং-২৫২৩২২) এর এম.পি.ও ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৮.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি/১৮৮৬-ম/২০১২/১৫৫৬০ স্মারকে অবহিত করেন যে, বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন আদর্শ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯৩ সালে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন বিলচাপড়া ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (গণিত) হিসেবে যোগদান করেন এবং আগষ্ট, ১৯৯৩ মাসের এম.পি.ও. তে ১ম এম.পি.ও.ভুক্ত হন যার ইনডেক্স নং-২৫২৩২২। তিনি ১০ জুন, ২০১৫ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্তফা প্রদান করে ১১ জুন, ২০১৫ তারিখ বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন আদর্শ স্কুল, বগুড়া এর প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এম.পি.ও.ভুক্তির নিমিত্তে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু গত ১০.০৯.২০১৫ তারিখ তার দাখিলকৃত এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল ০৪ (চার) টি কারণে বাতিল করেন। যা নিম্নরুপ : (ক) নিয়োগ প্রক্রিয়া বিশেষ কমিটির মাধ্যমে হয়েছে ; (খ) স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে অধ্যক্ষের পরিবর্তে প্রধান শিক্ষক উল্লেখ থাকায় ; (গ) সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকা অবস্থায় জুনিয়র শিক্ষক কে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়ায় এবং (ঘ) জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের তালিকা দাখিল না করায়। এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বর্ণিত প্রধান শিক্ষক মহামান্য আদালতে রিট পিটিশন নং-৭৭০৬/২০১৬ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলা দায়েরের প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিচালক, রাজশাহী ০৬.১১.২০১৬খ্রি: তারিখের স্মারক নং-৯৬৫/জ: প্র: পত্র মোতাবেক বিষয়টি অধিদপ্তর-কে অবহিত করেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্ণিত প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মহামান্য আদালতে রিট পিটিশন নং-৭৭০৬/২০১৬ মামলা দায়ের করায় এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়টি নিস্পত্তি করা সম্ভব	প্রচলিত বিধি বিধান মোতাবেক বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন আদর্শ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আনসার আলীকে এম.পি.ও.ভুক্ত করার সুযোগ নেই।

	হয়নি। প্রধান শিক্ষক রিট পিটিশন নং-৭৭০৬/২০১৬ এর ১৫.০৬.২০১৬ খ্রিঃ তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশের কপিসহ তার এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে মন্ত্রণালয়ের ১৫.০৩.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭.১৪৩ পত্র মোতাবেক অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত নেয়া হলে তিনি লিখিত মতামত প্রদান করেন। মতামতে তিনি উল্লেখ করেন যে, "Our opinion is that since the Hon'ble Court vide its adinterim order directed to dispose up to the application of the petitioner for MPO, there is no scope to file appeal against the said order, rather the Ministry should immediately dispose of his application and inform the petitioner accordingly as per law. The decision of the Ministry can be either positive or negative as per law."	
৫	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন দারুশা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান (ইনডেক্স নং-৪২৩১৮১) এর নাম এম.পি.ও থেকে কর্তন সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৮.০৭.২০১৮ তারিখে, নং-৭জি/৩৪২(ক-৩)/০৩/২৬২৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন দারুশা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল মান্নার এর বিরুদ্ধে আনীত অর্থ আত্মসাৎ ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ জেলা প্রশাসক, রাজশাহী কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় কলেজ গভর্নিং বডি কর্তৃক অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল মান্নানকে বরখাস্ত করা হয় এবং রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির ০১.১২.২০১১ তারিখের সভায় অধ্যক্ষের চুড়ান্ত বরখাস্ত অনুমোদন করা হয়। আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে বোর্ড কমিটির সভায় অনুমোদন হয়। উক্ত আপীল এন্ড আরবিট্রেশনের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন নং-৯২২/১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় নিম্নরুপ : Let the stay granted earlier by this court be extended for a further period of 6 (six) months front date. On the prayer of the learned Advocate for respondent No.1 and 2 let this Rule appear in the fast for hearing after item No. 49 of today s cuase list. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আরও জানান	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই বিধায় তাঁর নাম এম.পি.ও.সিট হতে কর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	যে, উক্ত রিট মামলাটি মহামান্য আদালত কর্তৃক ০৯.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশে খারিজ হয়ে যায়। রীট মামলা খারিজ হওয়ায় আপীল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত যা বোর্ড কমিটি অনুমোদন করেছে তা বহাল আছে। অর্থাৎ মো: আব্দুল মান্নান অধ্যক্ষ পদ হতে চুড়ান্তভাবে বরখাস্ত হয়েছেন। এমতাবস্থায়, জনাব মো: আব্দুল মান্নান এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের কোন সুযোগ নেই এবং তার নাম এম.পি.ও সিট হতে কর্তনের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অনুরোধ করেছেন।	
৬	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এস.এম.মনজুর কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টের রায় কার্যকর না করার অপরাধে তার বেতন ভাতা বন্ধসহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২১.১২.২০১৭ তারিখে, নং-৭জি/৩৬(ক-৩)/২০০৮/৬৮২৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, চকরিয়া আবাসিক মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দাতা সদস্য জনাব মো: নুরুল আবছার তার নাম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের ভোটার তালিকায় না থাকায় তার নাম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-৬১২৬/২০১৫ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ নিম্নরুপ: Pending hearing of the Rule, respondents are directed to include the name of the petitioner as donor founder of the said College for holding its Managing Committee Election-2015. উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালনা কমিটির দাতা সদস্য নূর আহম্মদ কর্তৃক আপীলেট ডিভিশনে সিভিল মিসসিলিনিয়াস পিটিশন (CMO) নং-৭৮১/২০১৫ দায়ের করা হয় এবং হাইকোর্টের ০৬.০৮.২০১৫ তারিখের আদেশটি ০৮ (আট) সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে নূর আহম্মদ কর্তৃক আবার আপীলেট ডিভিশনে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীলন (CP) নং-২১৪০/২০১৫ দায়ের করা হয়। সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং-(CP) নং-২১৪০/২০১৫ এর রায় নিম্নরুপ: We find no merit in this petition field by the petitioner against the impugned order of the High Court Division. Accordingly the petition is dismissed. এই বিষয়ে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ:	অধ্যক্ষ এস. এম. মনজুর এর বেতন-ভাতা বন্ধের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	আপীল বিভাগ কর্তৃক হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত থাকা অবস্থায় যদি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে, তা হলে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ অমান্য করা হয়নি কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ বহাল অবস্থায় যদি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হয়ে থাকে তা হলে ঐ নির্বাচন অবৈধ হবে। অধিদপ্তর আইন উপদেষ্টার লিখিত মতামত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন।	
৭	খুলনা জেলার সদর মেট্রোপলিটন থানাধীন সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব শরিফুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১১০০৪৭০) এর স্থগিত বেতন-ভাতা ছাড়করণের আবেদন সংক্রান্ত। জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক ২২.০৭.২০১৮ তারিখে, নং-০৫.৪৪.৪৭০০.০২০.১৮.০৫১.১৮-৬২৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, খুলনা জেলার সদর উপজেলাধীন সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব শরিফুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১১০০৪৭০) এর বিরুদ্ধে রেজুলেশনে ফ্লুইড ব্যবহার করায় এম.পি.ও বন্ধের সুপারিশ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৫.৪২৭, তারিখ: ০৪.০৯.২০১৬ পত্রে তার এম.পি.ও. স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মিজানুর রহমান, তার এম.পি.ও ছাড়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ডি.ও পত্র প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৫.৫৬৬, তারিখ: ২৯.১০.২০১৭ পত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা কে অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসক কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা-কে বিষয়টি তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন এবং সামগ্রিক বিষয়টি পুঙ্খানুপঙ্খরুপে পর্যালোচনায় তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের সাথে জেলা প্রশাসক, খুলনা কর্তৃক দ্বিমত পোষণপূর্বক নিম্নে বর্ণিত মতামত প্রদান করেছে : (ক) তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক এর অনুমোদন ব্যতিরেকে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সহকারী শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) ঘষামাজা ও ফ্লুইড ব্যবহারপূর্বক ইংরেজি বিষয় উল্লেখ করে জনাব শরীফুল ইসলামকে ইংরেজি বিষয়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (খ) রেজুলেশন ঘষামাজার বিষয়ে জনাব শরিফুল ইসলাম অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের সদস্য/সদস্যদের সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে অধিকতর নিবিড় তদন্ত করা আবশ্যক। (গ) যেহেতু নিয়োগ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও প্রধান শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন সেহেতু জনাব শরিফুল ইসলামের দোষ প্রমান না হওয়া পর্যন্ত তার এম.পি.ও স্থগিতাদেশ বাতিল করে বেতন	১৭.০৮.২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুন্নাহার বেগম এবং সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) জনাব শরিফুল ইসলাম এর নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি মর্মে জেলা প্রশাসক খুলনা কর্তৃক প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমানিত হয়েছে বিধায় তাদের বেতন সাময়িকভাবে স্থগিত (Stop Payment) করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে। ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

	ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা তদন্তের সার্বিক পর্যালোচনায় উল্লেখ করেন যে, উভয় পক্ষের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব শরিফুল ইসলাম এর নিয়োগের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার বেতন ভাতা (Stop Payment) স্থগিত হয়েছে মূলত: বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন ভুল বুঝাবুঝি এবং প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক মহোদয় বরাবর আনীত অভিযোগ এর মধ্যে জনাব শরিফুল ইসলাম এর নিয়োগ রেজুলেশনে সমাজ বিজ্ঞান শব্দটির উপরে ঘষামাজা করাই মুখ্য বিষয়। মূলত: জনাব শরিফুল ইসলাম সমাজ বিজ্ঞানের অধীন ইংরেজি বিষয় শিক্ষক হিসেবেই নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই এ ঘষামাজা অনিচ্ছাকৃত যা পরবর্তীতে রেজুলেশনের মাধ্যমে অনুমোদিত। সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) জনাব শরিফুল ইসলাম এর নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়টিতে কোন অনিয়ম হয়নি বলে তদন্তকারী কর্মকর্তাদ্বয়ের নিকট প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।	
৮	ডাঃ মো: ইউনুস আলী সরকার, জাতীয় সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-৩ জানিয়েছেন যে, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলাধীন রওশনবাগ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৭১ইং সালে স্থাপিত হয়ে অদ্যবধি নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে সুনামের সহিত পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার গুনগত মান ভালো। বর্তমানে ছাত্রীর সংখ্যা চার শতাধিক। বর্তমানে বিদ্যালয়ে পুর্বের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধিসহ শিক্ষার মান উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু দু:খের বিষয় বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন ভাতা না পাওয়ায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। উক্ত এলাকায় নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষীকাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেতন ভাতার সরকারি অংশ ২০০৭ ইং ডিসেম্বর হইতে ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় পাশের হার শুন্য হওয়ার কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বেতন ভাতার সরকারি অংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শা:-১৩/ফবি/৫-১/২০০৭/১১৬০, তারিখ: ০৮.১১.২০০৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক ০১.১২.২০০৭ তারিখ হতে বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ স্থগিত বেতন ছাড়ের জন্য আবেদন জানালে ব্যানবেইসের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠানের ৩ বছরের ফলাফল চাওয়া হয়। ব্যানবেইস কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফল নিম্নরুপ : পরীক্ষার | পরীক্ষার্থী | পাশের | %	রওশনবাগ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর এম.পি.ও. ছাড় করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

বছর		সংখ্যা	
২০১৮	৮৫	৫৯	৬৯.৭৫
২০১৭	৮৩	৭২	৮৬.৭৫
২০১৬	৫২	৪৪	৮৪.৬২

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর পরিশিষ্ট-গ অনুযায়ী বেতন ভাতাদীর সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য নিম্নরুপ পরীক্ষার ফলাফল অর্জন করতে হবে :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	পরীক্ষার্থী	পাশের হার
বালিকা বিদ্যালয়	৪০	৭০%

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ছাড় করণের বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

৯ গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন সুন্দরগঞ্জ আ: মজিদ মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: শামীম মন্ডল এর পুন:এম.পি.ও ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১০.০৭.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.১৫৮.২০১৮.৭৭৮৭ স্মারকে অবহিত করেন যে, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন আঃ মজিদ মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ শামীম মন্ডল এর পুনঃএম.পি.ও. ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত মামলা নং-৪৪০৬/২০১৮ এর গত ০৩.০৪.২০১৮খ্রি: তারিখের আদেশ মোতাবেক পুনঃএম.পি.ও.ভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন।

পিটিশনারের ১৯.০১.২০১৮ তারিখের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ১৮.১১.২০০০ তারিখে প্রধান শিক্ষক পদে চাকুরিতে যোগদান করে জুন/২০১৩ তারিখ থেকে প্রধান শিক্ষক পদে বেতন ভাতা উত্তোলন করে আসছেন। পরবর্তীতে আগষ্ট/২০১৩ তারিখে হঠাৎ তার এম.পি.ও. হতে নাম কর্তন হয়ে যায়। তিনি এম.পি.ও. তে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন জানান।

মহামান্য হাইকোর্টের রায় নিম্নরুপ:

Accordingly, we direct the respondent no.1 to dispose of the representation of the petitioner dated 19.01.2018 (Annexure-c to the writ petition) withing 60 (sixty) dyas from the date of receipt of a copy of this order. With this direction. The writ petition is summarily disposed of without any order as to costs.

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে মতামতসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং তা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

	এ বিষয়ে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ: মামলা নং-৪৪০৬/১৮ এর গত ০৩.০৪.২০১৮খ্রিঃ তারিখের আদেশে বর্ণিত রিট পিটিশনে মাননীয় আদালত গত ০৩.০৪.২০১৮খ্রিঃ তারিখে Respondent No-1 (সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়)-কে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করেন। মাননীয় আদালতের আদেশে রিট পিটিশনার কর্তৃক গত ১৯.০১.২০১৮খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত আবেদনটি আদেশ প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য বলা হয়েছে। রিট পিটিশনার কর্তৃক ১৯.০১.২০১৮খ্রিঃ তারিখের আবেদনটি সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর তাঁকে প্রধান শিক্ষক পদে পুনঃ এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য আবেদন সংক্রান্ত। সে ক্ষেত্রে আবেদনটি নিষ্পত্তি করে, নিষ্পত্তির কপি পিটিশনারকে রেজিঃ এ/ডি সহ অবহিত করার জন্য এবং মামলার রায়ের কপি, পিটিশনারের আবেদনের কপি (Annexure-c) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কথা বলা হয়েছে।	
১০	দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন চড়ার হাট শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান) জনাব মোঃ এমদাদুল হক জানিয়েছেন যে, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা এবং তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০১২.৫৬৮. তারিখ: ২২.১১.২০১৬ পত্রে বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বেতন-ভাতা স্থগিতের প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৬২৮/১৭ দায়ের করলে তার বেতন-ভাতা ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯.০৭.২০১৭ ইং তারিখে আবারো ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত আদেশ বৃদ্ধি করা হয়। সে প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৩.২০১৫.১১৩ তারিখ: ২৮.০২.২০১৮ পত্রে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফার বেতন-ভাতা ছাড় করণের আদেশ দেয়া হয়। উপরোক্ত একই অভিযোগে জনাব মোঃ এমদাদুল হক এর বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়। তিনি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ২৪.০৭.২০১৮ ইং তারিখে ৯১৩৩/১৮ নং রিট পিটিশন দায়ের করলে তাঁর বেতন-ভাতা স্থগিতের পত্র ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে তাঁর বেতন-ভাতা ছাড়করণের জন্য তিনি সচিব মহোদয় বরাবর ০৬.০৮.২০১৮ ইং তারিখে আবেদন করলে অত্র বিভাগের স্মারক নং-৩৭.০০.০৭৪.৩৩.০০৯.১৮.৩৬৩, তারিখ: ০৩.০৯.২০১৮ পত্রে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৯১৩৩/২০১৮ এর আদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যেহেতু একই অভিযোগে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা এবং তার বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৬২৮/২০১৭ নির্দেশনার আলোকে অধ্যক্ষের বেতন-	বিজ্ঞ আদালতের আদেশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

	ভাতার ছাড়করনের আদেশ দেয়া হয়েছে সেহেতু রিট পিটিশন নং-৯১৩৩/২০১৮ এর আলোকে জনাব মো: এমদাদুল হক এর বেতন-ভাতা স্থগিতের বেতন-ভাতা ছাড়করার জন্য আবেদন এ জানানো হয়েছে।	
১১	সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন আল এমদাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগদানের বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৬.০৩.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি/৩০৩৪-ম/১১ (পার্ট-১)/১৭/২৫৬২ স্মারকে অবহিত করেন যে, সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন আল এমদাদ উচ্চ বিদ্যালয়টি ০১.০১.১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি ০১.০৭.১৯৫৫খ্রি: থেকে কলেজ শাখা চালু করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা:-৯/বিবিধ-১৫/২০১১(অংশ-২)/৫২৬, তারিখ; ৩০.১০.২০১৩খ্রি: তারিখে আল এমদাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর স্কুল শাখা হতে কলেজ শাখা শর্তসাপেক্ষে পৃথকীকরণের আদেশ দেয়া হয়। শিক্ষা বোর্ড, সিলেট এর স্মারক নং-সিশিবো/ক:শা:/২০১৩/৪৩১, তারিখ: ০৫.১২.২০১৩ মোতাবেক ০১.০১.২০১৪খ্রি: হতে আল এমদাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও আল এমদাদ কলেজ নামে দুটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পৃথকীকরণের শর্তে পৃথকীকৃত স্কুলে অথবা কলেজে নতুনভাবে আর কোন শিক্ষক কর্মচারী এম.পি.ও. ভুক্ত করা যাবে না । কিন্তু পৃথকীকরণের পর রেকর্ড পত্র যাচাইয়ে দেখা যায়, ০৭.০৯.২০১৪খ্রি: কলেজে সহকারী লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ প্রদান করেন এবং তাকে এম.পি.ও ভুক্ত করানো হয়। পূর্বে নিয়োগকৃত সহকারী লাইব্রেরীয়ান কলেজে স্থানান্তরিত হয়নি। স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু স্বতন্ত পরিচালিত হচ্ছে, এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক পদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এমতাবস্থায়, স্কুল ও কলেজ পৃথকীকরণের শর্ত শিথিল সাপেক্ষে অন্তত: প্রধান শিক্ষক ও সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের অনুমতি ও এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল, সিলেট প্রতিবেদন পেশ করেছেন।	বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।
১২	ঢাকা মহানগরীর ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার কে পুন: এম.পি.ও. ভুক্ত করণ প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১১.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৭২.১৮.৫৩৪১ স্মারকে অবহিত করেন যে, ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক কোডে এম.পি.ও ভুক্ত প্রতিষ্ঠান। জনাব মো: জহিরুল ইসলাম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে ১৫.০৭.১৯৯৫খ্রি: তারিখে যোগদান করেন এবং মে/২০০৪ মাসের এম.পি.ও.তে ১ম এম.পি.ও ভুক্ত হন (ইনডেক্স নং-৩০০৭৩৫৮)। ২৭.০২.২০০৬	ঢাকা মহানগরীর ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ এর অধ্যক্ষ ড. মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার এর এম.পি.ও.ভুক্তির সুপারিশ করা হয়।

	তারিখে তৎকালীন সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও মির্জা খোকনসহ কয়েকজন ব্যক্তি জোরপূর্বক ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে বিদায় করে দেন এবং মতিঝিল থানায় ফৌজদারী মামলা নং-২৮(৫)/২০০৬ দায়ের করেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর থেকে জনাব মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার এর নাম এম.পি.ও থেকে কর্তন করা হয়। ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে জোরপূর্বক ইস্তফাপত্র স্বাক্ষর করার অভিযোগটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা থেকে তদন্ত করা হয়। তদন্তে পদত্যাগপত্রটি স্বেচ্ছায় প্রদান করেননি মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব মো: জহিরুল ইসলাম সিকাদরকে পুনর্বহাল করে। অন্যদিকে জনাব মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলাটি না চালানোর বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আইন উপদেষ্টার মতামত: ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার (ইনডেক্স নং-৩০০৭৩৫৮) কে কলেজ কর্তৃপক্ষ ২০০৬ সালে জোরপূর্বক অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করান এবং তার বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় ফৌজদারী মামলা নং-২৮(৫)২০০৬ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি পরবর্তীতে জিআর মামলা নং-৩০৬/২০০৬ এর পরিবর্তিত হয়। উক্ত মামলাটি পরবর্তীতে রাষ্ট্র কর্তৃক বিগত ২৩.১০.২০১৬ তারিখে প্রত্যাহার করে, ফলে মাননীয় আদালত অধ্যক্ষকে অব্যাহতি প্রদান করেন। মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৪.০৮.২০১৮ তারিখে অধ্যক্ষ ড. মো: জহিরুল ইসাম সিকদারকে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা। বর্তমানে তিনি এম.পি.ও সহ অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্তির বিষয়ে আবেদন করেন। জনবল কাঠামো অনুসারে তাকে (অধ্যক্ষ ড. মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার) সংশ্লিষ্ট কলেজে এম.পি.ও ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুপারিশ জানিয়েছে। এমতাবস্থায়, ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ড. মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার (ইনডেক্স নং-৩০০৭৩৫৮)এর নাম এম.পি.ও তে পুন: অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করেন।	
১৩	বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন শায়েস্তাবাদ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নাম ও এম.পি.ও কোড পরিবর্তন/সংশোধন সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১০.০৯.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৩৫০.২০১৭.৯৯৮১ স্মারকে অবহিত করেন যে, বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন শায়েস্তাবাদ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নাম ও এম.পি.ও কোড পরিবর্তন/সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক	বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী অনলাইন প্রক্রিয়ায় এম.পি.ও ভুক্তির জন্য আবেদন পূর্বক স্তর পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।

	নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭(খন্ড-৩).৪৯২, তারিখ: ০৪.১০.২০১৭ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের মন্তব্য ও সুপারিশে উল্লেখ করেছেন। বিদ্যালয়টি বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নে ১৯৮০ সালে শায়েস্তাবাদ ফাতেমা মান্নান বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি ০১.০১.১৯৮১ খ্রি: থেকে ০২(দুই) বছরের জন্য উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনার স্মারক নং-০৩৪৭৮/৩, তারিখ: ২২.০৫.১৯৮২ মোতাবেক প্রথম অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয়টি সেপ্টেম্বর-১৯৮৫ সালে শায়েস্তাবাদ ফাতেমা মান্নান বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে ১ম এম.পি.ও ভুক্তি লাভ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল এর স্মারক নং-২২৭৩/২, তারিখ: ২২.১২.১৯৯৩ মোতাবেক শায়েস্তাবাদ বালিকা (প্রস্তাবিত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ প্রথম স্বীকৃতি এবং ০১.০১.১৯৯৩ তারিখ হতে ১০ম শ্রেণীসহ গাহস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় খোলার অনুমতির লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর স্মারক নং-৬৫/২৪২/২/৪, তারিখ: ১০.১০.১৯৯৪ মোতাবেক ০১.০১.১৯৯২ তারিখ হতে ৯ম শ্রেণী এবং ০১.০১.১৯৯৩ তারিখ হতে ১০ম শ্রেণী খোলার অনুমতি লাভ করে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। শুধু মে-১৯৯৪ মাসের এম.পি.ও সিটে শায়েস্তাবাদ বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে এম.পি.ও প্রদানের কপি পাওয়া গেছে। বিদ্যমান রেকর্ডপত্র ও এম.পি.ও. কোড অনুযায়ী এটি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়ে চলমান আছে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্ত আছে এবং মাধ্যমিক হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।	
১৪	চট্রগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলাধীন বেগম ইকবাল জাকির হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব শাহিদুর রহমান এর এম.পি.ও ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৩৬৮/৪জি/৩৯৬৭-ম/১০/১৮১০৩ স্মারকে অবহিত করেন যে, চট্রগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলাধীন বেগম ইকবাল জাকির হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব শাহিদুর রহমান, তিনি ০১.০৬.২০১৫ তারিখে উক্ত পদে যোগদান করেন। তিনি বর্তমানে কর্মরত আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১৩৮, তারিখ: ২৪/০৪/২০১৬খ্রি: মোতাবেক এম.পি.ও না দেয়ার শর্তে কৃষি শিক্ষা বিষয় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব শাহিদুর রহমান কে প্রতিষ্ঠান ২৮.০৫.২০১৫ তারিখ নিয়োগ দেন।	চট্রগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলাধীন বেগম ইকবাল জাকির হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব শাহিদুর রহমান এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিধি মোতাবেক নিস্পত্তি করবে মর্মে সুপারিশ করা হয়।

	এমতাবস্থায়, চট্রগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলাধীন বেগম ইকবাল জাকির হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত সহকারি শিক্ষক (কৃষি) জনাব শাহিদুর রহমান এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয় সদয় নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে।	
১৫	এম.পি.ও কপিতে চাঁদপুর জেলার নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের স্থলে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামকরণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৪.০৯.২০১৮ তারিখে, নং-৭জি/৮৮১/(ক-৩)/২০০৬/৩৪২৪ স্মারকে অবহিত করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা:-৯/অনুমতি-১৩/২০০৮/৩১২/১, তারিখ: ২৯.০৯.২০১৪ মোতাবেক নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হতে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামে পৃথকীকরণের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলে কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-ক.প/স্বী/চাদ/১৫৬৬(৭) তারিখ: ০৬.১১.২০১৪ মর্মানুসারে নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর স্কুল শাখা হতে কলেজ শাখা পৃথকক্রমে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামে নামকরণ করা হয়েছে। নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ শাখা পৃথক করলে অতিরিক্ত ৫টি পদ বৃদ্ধি পাবে। ফলে সরকারের অতিরিক্ত ১০,৯৪,৩০০/-টাকা আর্থিক সংশ্লেষ হবে। এমতাবস্থায়, এম.পি.ও. কপিতে চাঁদপুর জেলার নিশ্চিন্তপুর স্কুল এন্ড কলেজকে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামে পৃথকীকরণ করা যাবে কি না এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সদয় নির্দেশনা কামনা করেছে ।	নিশ্চিন্তপুর স্কুল এন্ড কলেজকে নিশ্চিন্তপুর কলেজ নামে পৃথকিকরণের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও এর কপিসহ যাবতীয় তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৬	শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন ঘাগড়া দক্ষিণপাড়া এফ রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব মো: জুলফিকার আলী এবং সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) জনাব মোছা: ফাতেমা খাতুন এর বেতন ভাতাদি সাময়িকভাবে বন্ধকরণসহ তাদের কর্তৃক অবৈধভাবে গৃহীত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২২.০৪.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭/৪জি/৩৬৭৬-ম/১০/৪৯২৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, জেলা শিক্ষা অফিসার শেরপুর, তার তদন্ত প্রতিবেদনে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন ঘাগড়া দক্ষিণপাড়া এফ রহমান উচ্চ বিদ্যালয় এর সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব মো: জুলফিকার আলী এর বিএড ও নিবন্ধন সনদ এবং জনাব মোছা: ফাতেমা খাতুন সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) এর বিএড ও নিবন্ধন সনদ ভুয়া/জাল মর্মে মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, জনাব মো: জুলফিকার আলী সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং মোছা: ফাতেমা খাতুন সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) উভয়ের এম.পি.ও তে (Stop Payment) সহ এ যাবৎ গৃহীত সকল অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ফেরত দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ	জনাব মো: জুলফিকার আলী, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং মোছা: ফাতেমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) এর বি.এড ও নিবন্ধন সনদ ভুয়া/জাল বিধায় তাদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ বন্ধ, এ যাবৎ গৃহীত টাকা ফেরত প্রদান এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক জনাব মো: নুরল হক-কে কারণ দর্শানোর জন্য সুপারিশ করা হয়।

	করেছেন। উল্লেখ্য যে জনাব মো: জুলফিকার আলী সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এর বিএড ও নিবন্ধন সনদ এবং জনাব মোছা: ফাতেমা খাতুন সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) এর বিএড ও নিবন্ধন সনদ ভুয়া/জাল মর্মে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়ন করেছেন। তদন্তে প্রতিবেদনে সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৭	নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলাধীন কাঞ্চন ভারতচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব অজয় কুমার পাল (ইনডেক্স নং-৪৮৭৭৪৫) এর বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্তে ১৮.০৭.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভায় জনাব অজয় কুমার পাল এর এম.পি.ও কর্তন/বাতিল করার জন্য কমিটি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনাব অজয় কুমার পাল মন্ত্রণালয়ে একটি আবেদন দাখিল করেন। আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে ৬ মাসের কম্পিউটার সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। NIIT থেকে ৬ মাসের কোর্স সম্পন্ন করার পর তিনি Break নিয়ে ২০০৭ সালে ১ বছরের অনার্স ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি তার অজ্ঞতাবশত কোন ভুল হয়ে থাকলে তা ক্ষমা করে তাকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছেন।	জনাব অজয় কুমার পাল, সহকারী শিক্ষক (কম্পি উটার) এর বিষয়ে গত ১৮.০৭.২০১৮ তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮ (খন্ড-১).৩০১ নং স্মারকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বহাল রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়।
১৮	বগুড়া জেলার শেরপুর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক (দর্শন) জনাব মোছা: হাফসা খাতুন এম.পি.ও ভুক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করেন। তিনি শেরপুর ডিগ্রী কলেজের চাকুরিরত অবস্থায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেই পদ হতে বেতন ভাতা গ্রহণ করেন। দুটো পদে চাকুরি এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে বেতন-ভাতা উত্তোলন করায় তাকে এম.পি.ও ভুক্ত না করার জন্য উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের আলোকে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার নওগাঁকে অনুরোধ করা হয়। জেলা শিক্ষা অফিসারের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোছা: হাফসা খাতুন, শেরপুর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক(দর্শন) পদে ২৬.০৮.২০১০ তারিখে যোগদান করেন এবং উক্ত পদে বেতন ভাতা না হওয়ায় তিনি আতাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহজাহানপুর, বগুড়ায় সহকারী শিক্ষক পদে ২৯.০৯.২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তিনি উক্ত পদে ২৯.০৯.২০১০ খ্রি: হতে ১৩.০৬.২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং কর্মকালীন সময়ে সরকারি বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেছেন। মোছা:	জনাব মোছা: হাফসা খাতুন প্রভাষক (দর্শন) এর এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে জানিয়ে দেয়ার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

	হাফসা খাতুন ১৪.০৬.২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে আতাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরিরত ইস্তফা প্রদান করেছেন। অধ্যক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী মোছাঃ হাফসা খাতুন, প্রভাষক (দর্শন) শেরপুর ডিগ্রী কলেজে ২৯.০৮.২০১০ খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেছেন। তিনি কলেজে গরহাজির ছিলেন। জনাব মোছাঃ হাফসা খাতুন যেহেতু আতাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরিতে ইস্তফা প্রদান করেছেন এবং শেরপুর ডিগ্রী কলেজের ১৫.০৬.২০১৮ তারিখে সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছেন, সেহেতু তার এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত কামনা করা হলো।	

০২. এমতাবস্থায়,কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

৫/২/২০১৭

(মোঃ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল) ।
৬. উপসচিব, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৫/২/২০১৭

(মোঃ কামরুল হাসান)
উপসচিব